সর্বশেষ দান

জাহিদ রাসেল

আরজ আলীর চোখ দিয়ে ওরা পৃথিবী দেখবে

বরিশালের সাহিত্যিক ও সমাজসেবী আরজ আলী মাতুব্বরের দান করা দুটি চোখ গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় দু'জন অন্ধের চোখে সংযোজিত হয়েছে। এদের একজন হচ্ছে ৭ বছরের মেয়ে রেখা, বাড়ি ঢাকা জেলার রায়পুরায়। ৯ মাস আগে রক্ত আমাশয়ে তার দু'চোখের আলো নিভে যায়। অপরজন পটুয়াখালীর ২০ বছরের তরুণ মোঃ হানিফ। ১২ বছর আগে চোখে আঘাত লেগে সে অন্ধ হয়।

আরজ আলীর উইল করে যাওয়া মৃত দেহ গত ১৬ই মার্চ আনুষ্ঠানিক ভাবে বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়। ১৫ই মার্চ রাতে ৮৬ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁর মৃতদেহ মেডিক্যাল শিক্ষার জন্য ডিসেক শন হলে ব্যবহৃত হবে............................

উপরোক্ত খবরটি ২০শে মার্চ ১৯৮৪ সালে ইত্তেফাক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। মৃত্যুযে আমাদের জন্য মানবতার উপকারে জন্য সর্বশেষ কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ এক সুযোগ এনে দিতে পারে তা আজ থেকে দুই দশক আগে প্রকাশিত এই বিজ্ঞাপনটি তার এক উজ্জ্বল নিদের্শন।

গত দশকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভূত পূর্ব অগ্রগতির ফলে শারিরিক বিভিন্ন প্রতঙ্গ স্থানান্তরন অনেকটা সাধারণ ঘটনায় পরিনত হয়েছে। চিকিৎসাবিজ্ঞানে গবেষনার জন্যে, মেডিক্যাল ছাত্রদের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ শিক্ষাদানের কাজে ও অসুস্থ রোগীদের চিকিৎসার জন্যে মৃত দেহ ও বিভিন্ন ও অঙ্গ প্রতঙ্গের চাহিদা প্রচুর। সাধারণত যে সকল প্রতঙ্গ একজনের দেহ থেকে অন্যজনের দেহে স্থানান্তরিত করা যায় সেগুলো হলো হৃদপিন্ড, ফুসফুস, তন্ত্র, যকৃৎ, মূত্রাশয়, অগ্নাশয়, হৃদযন্ত্রের বালব, কর্নিয়া ও টিস্যু। এর মধ্যে মূত্রাশয় ও কর্নিয়া স্থানান্তরের জন্যে অপেক্ষামান রোগীর সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। একজন মানুষের দান করা শরীরের প্রতঙ্গের সর্বোর্চ্চ ব্যবহার করে ২২ জন অসুস্থমানুষ উপকৃত হতে পারে। যে কোন বয়সের, জাতির বা লিঙ্গের যে কোন মানুষ দেহ ও অঙ্গ-প্রতঙ্গ দান করতে পারে। দেহ দান করার ক্ষেত্রে সর্বোর্চ্চ সময়সীমার কোন বাধা নেই, তবে হেপাটাইটিস বি বা সি অথবা আরো কিছু রোগের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধ মেনে চলা হয়। এমনকি যাদের চোখের সমস্যা আছে তারাও কর্নিয়া দান করতে পারবে। আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের অভুতপূর্ব উন্নতির ফলে, এখন মানব দেহের

বিভিন্ন সকল প্রতঙ্গ সমুহ আগের চেয়ে অনেক বেশি সময় সংরক্ষনের পর রোগীর দেহে স্থানান্তর সম্ভব হচ্ছে । এ সময়সীমা নীচে উল্লেখ করা হলোঃ-

হৃদপিন্ড/ফুসফুসঃ- ৪ থেকে ৬ ঘন্টা।
অগ্নাশয়ঃ-১২ থেকে ২৪ ঘন্টা।
যকৃৎঃ-২৪ ঘন্টার উপর।
মূত্রাশয়ঃ-৪৮ থেকে ৭২ ঘন্টা।
কর্নিয়া :-অবশ্যই ৫ থেকে ৭ দিনের মধ্যে।
হৃদযন্ত্রের বাল্ব/হাড়ঃ-১০ থেকে ৩০ বৎসর সংরক্ষন করা যায়।

জীবিত অবস্থায় ও একজন মানুষ তার কোন কোন অঙ্গের (হৃদপিন্ড,ফুসফুস,যকৃৎ) কিছুঅংশ বা একটি মূত্রাশয় দান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে ঐ একটি মূত্রাশয় দু'টো মূত্রাশয়ের কাজ করবে। সাধারণত সর্বোচ্চ ৩ বৎসর পর্যন্ত মৃতদেহ ব্যবহারের পর অঙ্গীকার পত্র অনুযায়ি শবদাহ করা হয়। তবে ক্ষেত্র বিশেষে ক্লিনিক্যালি গুরুত্বপূর্ন দেহ আরো বেশিদিনের জন্যও রাখা হয়।

প্রায় অধিকাংশ ধর্ম দেহ ও প্রতঙ্গ দানের পক্ষে মত দিয়েছে। তবে এদের কোন কোনটি এবিষয়ে কিছু বিধি বিধান আরোপ করেছে। যেমন ইসলামি বিধান মতে দান কৃত প্রতঙ্গ তাৎক্ষনিকভাবে প্রতিস্থাপন করতে হবে,সংরক্ষন করা যাবেনা। তার পরও আমাদের গোড়া, ধর্মান্ধ, পিছিয়ে পরা সমাজে মৃত্যুর পূর্বে নিজেদের কবরের স্থান নিজেরাই ঠিক করে রাখায় আগ্রহী মানুষের তুলনায় দেহ বা প্রতঙ্গ দানে আগ্রহী লোকের সংখ্যা খুবি কম। ইউ,কে তে এক জরীপে দেখা গেছে যারা বিভিন্ন সময়ে অঙ্গ ও দেহ দান করেছে তাদের এক বড় অংশই ''ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত'' মানুষ। আমার মনে হয় বাংলাদেশে যে স্বল্প সংখ্যক মানুষ এখন পর্যন্ত মৃত্যু পরবর্তি দেহ ও অঙ্গ দান করে গেছে তাদের উপর জরিপ চালালে দেখা যাবে তাদের বড় অংশ ই আরজ আলী মাতুব্বর বা আহমেদ শরিফদের মতো ''ধর্ম বিশ্বাস থেকে মুক্ত'' মানুষ।

আপনার আমার দান কৃত কর্নিয়ায় এ পৃথিবী দেখার সুযোগ পাক আরো কোন রেখা, আমাদের দেয়া কোন অঙ্গে জীবনের স্পন্দন খুঁজে পাক আরো কোন অসুস্থ মানুষ ....বৃদ্ধি পাক মৃত্যু পরবর্তি দেহ ও প্রতঙ্গ দানে আঙ্গিকারবদ্ধ মানুষের সংখ্যা।

মুক্ত-মনাদের শুভেচ্ছা

jahid_humanist@yahoo.com